দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ডাকসু নির্বাচন ও ছাত্ররাজনীতি

২১ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

তন্ময় কুমার হীরা

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক শোনা যায়–দেশে ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিত কি না। এটি খুব ভুল বিতর্ক। শিক্ষা সমপর্কে সপষ্ট ধারণা থাকলে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকার কথা নয়। যে শিক্ষা দেশ ও সমাজের কথা বলে না, যে শিক্ষা বাস্তবজীবনে কোনো কাজে আসে না (কেবল অর্থ উপার্জন ছাড়া), সে শিক্ষা কোনো শিক্ষাই নয়। ছাত্ররাজনীতি মানে কোনো বিশেষ দলের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন নয়। ছাত্ররাজনীতি ও দলীয় লেজুড়বৃত্তি–এ দুটোকে এক করে ফেললে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে বিতর্ক ওঠাই স্বাভাবিক, যা আমাদের দেশে হয়ে থাকে। শিক্ষার দুটো প্রধান দিক আছে যাকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন যথাক্রমে শিক্ষার 'প্রয়োজনের' ও 'অপ্রয়োজনের' দিক। শিক্ষার যে দিকটা নিজের অপ্রয়োজনের কিন্তু অন্যের প্রয়োজনের তা-ই শিক্ষার 'অপ্রয়োজনের' দিক। আর শিক্ষার এই অপ্রয়োজনের দিকটা হচ্ছে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ দিক। যার শিক্ষায় এই সর্বশ্রেষ্ঠ দিক উপেক্ষিত, অনুপস্থিত–তার শিক্ষা অর্থহীন। তাহলে দেশ ও দশের কথা ছাত্রদের ভাবতেই হয়, নইলে সে ভালো ছাত্র নয়। কিন্তু দেশের কথা ভাবা মানে কোনো বিশেষ দলের দাসত্ব করা নয়। দলের চেয়ে দেশ অনেক বড়। যে কোনো উপায়ে দেশের কথা ভাবা দেশপ্রেমের লক্ষণ। আর যে কোনো উপায়ে দলের কথা ভাবা দলদাসত্বের লক্ষণ। ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল করার সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির কোনো অবিচ্ছেদ্য সমপর্ক নেই।

কোনো আদর্শিক চেতনা থেকে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী সাধারণত রাজনীতির চর্চায় নামে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আবাসিক হলভিত্তিক ছাত্ররাজনীতির যে প্রধান ধারাটি গড়ে উঠেছে দীর্ঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অধোগতির সুযোগে–তাকে বড়জোড় অসুস্থ রাজনীতির ধারা ও চর্চা বলা যায়, যদি একে রাজনীতি বলতেই হয়; সবচেয়ে ভালো হয় যদি বলি ছাত্রদের দাসত্ব-নীতি। ছাত্রলীগ বা ছাত্রদল নামে গড়ে ওঠা বৃহত্তর রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলো এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অলিখিত ও অনির্বাচিত প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করছে যা পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক ও অনিয়মতান্ত্রিক। বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও নীতি নির্ধারণে ছাত্রদের অংশগ্রহণ আবশ্যিক। তার জন্য ছাত্রপ্রতিনিধি নির্বাচন দরকার। ছাত্র সংসদ সচল করা দরকার। যে ডাকসু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছে দীর্ঘদিন থেকে তা অচল রয়েছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে আর ডাকসু নির্বাচন হয়নি। দেশের প্রধান বামদলগুলো দীর্ঘদিন থেকে ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে।

চলমান পরিস্থিতিতে ডাকসু নির্বাচন কতটা ফলপ্রসূ হবে সে প্রশ্ন তোলাই যায়। তবু ডাকসু বা ছাত্র সংসদ নির্বাচন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তাতে সন্দেহ নেই এবং সে প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করবারও উপায় নেই, যদি দেশে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে হয়, যদি ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত পরিবেশে অশিক্ষার সুযোগে এমনকী সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও দাসত্বের যে ধারা ও প্রবণতা তৈরি হয়েছে তাতে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে দলীয় দাসত্বের প্রভাব পড়তে পারে এমন আশঙ্কা মোটেও অমূলক নয়। তাতে হয়তো দেখা যাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়ে দলীয় দাসেরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। তাহলে এই দাস তৈরির প্রবণতা কিভাবে বন্ধ করা যায়? তার জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি চলমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দরকার।

শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ভালো শিক্ষক ভালো ছাত্র তৈরি করে। কিন্তু ভালো নম্বর ভালো শিক্ষকের নিশ্চয়তা দেয় না। কেননা পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া আর শিক্ষিত হওয়া এক জিনিস নয়। শুধু তাই নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে যারা কম নম্বর পেয়ে পাস করেছে তারা তুলনামূলক ভালো শিক্ষক। সুতরাং শিক্ষক নির্বাচনে নম্বর হিসাবের স্থূল পদ্ধতি পরিহার করে সূক্ষ্ম, সুন্দর ও যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। শিক্ষকরা এখন নীল ও সাদা দলে বিভক্ত। অর্থাত্ শিক্ষকরা-ই বড় দলদাস। ছাত্ররা তো দাস হবেই; ছাত্ররাজনীতির সুস্থ সুন্দর ধারা তো নষ্ট হবেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত